International Journal of Applied Research 2021; 7(1): 334-337

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(1): 334-337
www.allresearchjournal.com
Received: 21-10-2020
Accepted: 14-12-2020

Dr. Indrajit Pramanik
Former PhD Scholar,
Department of Sanskrit,
Pali & Prakrit, Visva Bharati
University, Santiniketan,
West Bengal, India

Corresponding Author:
Dr. Indrajit Pramanik
Former PhD Scholar,
Department of Sanskrit,
Pali & Prakrit, Visva Bharati
University, Santiniketan,
West Bengal, India

ঘটোৎকচ : কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব মেলবন্ধনে চিত্রিত ভাসের একটি অনবদ্য শিশুচরিত্র – একটি অধ্যয়ন

Dr. Indrajit Pramanik

বিমূর্ত :
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভাস। প্রথিতযশা ভাস প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারগণের অন্যতম। তাঁর রচিত তেরোখানি নাটক সংস্কৃত সাহিত্য জগতে এক অমূল্য সম্পদ। কাহিনী বিন্যাস, রস পরিবেশন, সংলাপ সমুদ্ভাবনের পাশাপাশি চরিত্র চিত্রণে ভাসের নৈপুণ্য তুলনাহীন। ভাসের নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। চরিত্রগুলি নাট্যশাস্ত্রের বাধা ছকে চালিত হয়নি। মহাকবির অঙ্কিত নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। শিশুকে তিনি চিত্রিত করেছেন আন্তরিক অকৃত্রিম অপত্য স্নেহে অভিষিক্ত করে এবং স্নেহপ্রবন পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে। নাট্যকার ভাস বিরচিত মধ্যমব্যায়োগম্ ব্যায়োগ শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে নাট্যকারের কল্পিত। অরণ্যবাসের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বা ও পুত্র ঘটোৎকচের মিলন দেখানোই উক্ত নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাটকে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে মহাভারতের কোন যোগ নেই। ভীম, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ এরা নিঃসন্দেহে মহাভারতের চরিত্র। কিন্তু নাটকীয় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। মহাভারতীয় উপাখ্যানের সঙ্গে কল্পিত ঘটনার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সৃষ্টি করা এ নাটক সত্যিই অনবদ্য। ভাস বিরচিত মধ্যমব্যায়োগম্ নাটকটিতে আলোচ্য শিশু চরিত্র ঘটোৎকচ হল মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ও রাক্ষসী হিড়িম্বা পুত্র। মাতৃভক্ত ঘটোৎকচ মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। আদেশের বিন্দুমাত্র অমর্যাদা করেনি। ব্রাহ্মণের শত অনুনয় উপেক্ষা করেও মায়ের ভোজ্যের জন্য একটি মাত্র মানুষের দাবীতে সে অবিচল। যদিও ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি এরূপ উপদ্রবে হৃদয় তার ভারাক্রান্ত। স্বভাবসিদ্ধ এহেন অপরাধের জন্য সে ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন নিষ্পাপ, সরল, বিনয়, আর্যশিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্টাচারে নিপুণ, হৃদয়বান, নম্রতা, মিতভাষী ইত্যাদি গুণগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি ক্ষত্রিয়তেজ, কুমারোচিত, বীরত্বে বলীয়ান, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রকটিত হয়েছে। এ যেন দুই মেরুর এক সুন্দর তথা বিচিত্র মেলবন্ধন। বহির্দেশ বজ্রকঠিন অথচ অন্তরে কুসুম কোমল মানবিক গুণসম্পন্ন, এহেন কর্তব্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় অলংকারের মূর্তপ্রতীক ঘটোৎকচ চরিত্রটি সত্যই অনবদ্য ।

সূচক শব্দাবলী : অনিন্দ্যসুন্দর, অবিসংবাদিত, প্রথিতযশা, হৃদয়গ্রাহী, মূর্তপ্রতীক

প্রধান অংশ :

কালিদাস পূর্বযুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথিতযশা ভাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারগণের অন্যতম ভাস। যদিও তাঁর আবির্ভাব কাল ও জন্মস্থান নিয়ে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। ডঃ এ পি ব্যানার্জী শাস্ত্রী ভাসকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কবি বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী প্রমুখ গবেষকগণ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীকে ভাসের সময়কাল বলেছেন। পুশলকের মতে ভাসের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম অথবা চতর্থ শতক। ভাস ঠিক কোথাকার কবি ছিলেন এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও অনেকের অভিমত তিনি উত্তর ভারতের কবি ।

ভাসের আবির্ভাব কালের ন্যায় তাঁর রচিত নাটকগুলি ছিল বিদ্বজনের কাছে অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে ১৯০৯-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহামোহপাধ্যায় টি গণপতি শাস্ত্রী কেরলের

পদ্মনাভপুর অঞ্চলে মনলিক্কর নামক মঠে দুটি পুঁথিতে মোট তেরোখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন যা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শাস্ত্রী মহাশয় তুলনামূলক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের দ্বারা দাবি করেন যে উক্ত তেরোখানি নাটকের রচয়িতা ভাস। A.B.Keith, K.P.Jayaswal, A.D.Pusalkar, Dr.Thomas প্রমুখ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেও আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিতে ভাসের নাম না থাকায় অনেকে আবার সেগুলি ভাসের রচনা বলে মানতে নারাজ। আবিষ্কৃত নাটকগুলির রচয়িতা ভাস না অন্য কেউ -এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক শুরু হওয়ায় এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। যা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভাস সমস্যা' (Bhasa Problem) নামে পরিচিত।

যাইহোক, ভাসের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল ও সুবোদ্ধ ছন্দবদ্ধ সংলাপ গুলি অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে ভাসের নাটক প্রতিভার সার্থক ফসল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে একদিকে যেমন রয়েছে জীবন ধর্মীতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নাটকে বর্ণিত ঘটনার বা ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে চরিত্রের একটি সুসঙ্গত আনুগত্য। তাঁর যাদুবলে চরিত্রগুলি একটি নিজস্বতা রূপ পেয়েছে। চরিত্রগুলির উৎস রামায়ণ কিংবা মহাভারত হলেও ওই একই চরিত্রকে তিনি আপন মহিমায় আলোক সামান্য প্রতিভায় প্রস্ফুটিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি কোনটিই একে অন্যের প্রতিরূপ হয়নি। চরিত্রগুলি তাদের চিরাচরিত পরিচয়কে ছাড়িয়ে মানবিক গুণসম্পন্ন হয়েছে।

নাট্যকার ভাস বিরচিত 'মধ্যমব্যায়োগম্' ব্যায়োগ শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে নাট্যকারের কল্পিত। অরণ্যবাসের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বা ও পুত্র ঘটোৎকচের মিলন দেখানোই উক্ত নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাটকে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে মহাভারতের কোন যোগ নেই। ভীম, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ এরা নিঃসন্দেহে মহাভারতের চরিত্র। কিন্তু নাটকীয় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। মহাভারতীয় উপাখ্যানের সঙ্গে কল্পিত ঘটনার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সৃষ্টি করা এ নাটক সত্যিই অনবদ্য।

এক অঙ্কের স্বল্প পরিধির মধ্যেও ভাস আখ্যান রচনায় তাঁর প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের অরণ্যবাসের পটভূমিকায় কবি কল্পনার স্বচ্ছন্দ সংযোজনে রচিত কাহিনীটি যেমন সুন্দর তেমনি হয়েছে রসাবহ ।

কাহিনী বিন্যাস, রস পরিবেশন, সংলাপ সমুদ্ভাবনের পাশাপাশি চরিত্র চিত্রণে ভাসের নৈপুণ্য তুলনাহীন। মধ্যমব্যায়োগের গৌণ-মুখ্য প্রতিটি চরিত্রই সজীব ও সক্রিয় মহিমায় সমুজ্জ্বল তবু শিশু চরিত্রগুলির উপস্থিতিতে নাটকটি আরও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আলোচ্য নাটকটিতে শিশু চরিত্রগুলি হল- ঘটোৎকচ ও ব্রাহ্মণ কেশব দাসের তিন পুত্র।

ভাস বিরচিত 'মধ্যমব্যায়োগম্' নাটকটিতে আলোচ্য শিশু চরিত্র ঘটোৎকচ হল মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ও রাক্ষসী হিড়িম্বা পুত্র । ঘটনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, কুরুদেশবাসী কেশবদাস নামক কোন এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্র সহযোগে উত্তরদেশে উদ্দানক গ্রামের বাড়ি থেকে উপনয়ন অনুষ্ঠান সেরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তারপর নির্জন পথে রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণ পরিবার অবরুদ্ধ হয়। কারণ ঘটোৎকচ তার মাতার নির্দেশ মত একটি মনুষ্যের সন্ধানে পথ চেয়ে অপেক্ষায় ছিল। সেই মনুষ্যকে ভোজ্য হিসাবে গ্রহণ করেই তার মাতা উপবাস ভঙ্গ করবেন। এখন ব্রাহ্মণ পরিবারকে হস্তগত করে ঘটোৎকচের সকল অপেক্ষার অবসান হয়েছে। ব্রাহ্মণ ঘটোৎকচের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নানা ভাবে কাকুতি মিনতি করলে ঘটোৎকচ একটি শর্তের কথা জানায়, তার মায়ের ভোজ্যের জন্য একজন মাত্র মানুষই দরকার, বাকিদের প্রয়োজন নেই। ঘটোৎকচের এই শর্তের কথা শুনে ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে শুরু হল আত্মোৎসর্গের প্রতিযোগিতা। বৃদ্ধ কেশব দাস স্বয়ং জীবিত থেকে স্ত্রী-পুত্রদের সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চান না। রাক্ষসের ভোজ্য হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলেন। বাধ সাধলেন কেশব দাস পত্নী। পতিব্রতা নারীর ন্যায় আত্মবলিদানে তিনি স্বয়ং এগিয়ে এলেন। কিন্তু ঘটোৎকচ জানায় স্ত্রীলোক তার জননীর পছন্দ নয়। পরক্ষণে চলতে থাকল তিন পুত্রের মধ্যে প্রত্যেকের রাক্ষস রূপ অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ করার পালা। অবশেষে মধ্যম নামধারী দ্বিতীয় পুত্রের ওপর অর্পিত হল আত্মবিসর্জনের দায়িত্ব। নিজেকে সমর্পনের পূর্বে সে ঘটোৎকচের অনুমতি নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে কোন নিকটবর্তী জলাশয়ের নিকট গমন করে।

এদিকে ব্রাহ্মণ পুত্রের আগমনের বিলম্ব দেখে ঘটোৎকচ 'মধ্যম মধ্যম' বলে আহ্বান করতে থাকে। সেই ডাক পৌঁছায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের কানে। তাঁরও নাম যে মধম। অর্জুনের ডাকের ন্যায় ঘোর গম্ভীর এই শব্দ শুনে ভীম শরীর চর্চা ছেড়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। ঘটোৎকচ দেখলেন এ তো ব্রাহ্মণ বালক নয়। কিন্তু ভীমসেন জানালেন তিনিই প্রকৃত মধ্যম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুঝতে অসুবিধা হল না ইনিই তাহলে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র ফিরে আসে। ঘটোৎকচ তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলে বৃদ্ধ কেশব দাস পুত্র রক্ষার জন্য ভীমসেনের নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়। ভীমসেন সকল বৃত্তান্ত শুনে ব্রাহ্মণ অবধ্য বলে ঘটোৎকচকে বাধা দেন এবং ব্রাহ্মণ পুত্রের পরিবর্তে নিজেকে সমর্পণ করেন। ঘটোৎকচ সম্মত না হলে দুই জনের মধ্যে শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধে ভীম স্বেচ্ছায় বন্দি হোন এবং ঘটোৎকচের সঙ্গে রাক্ষসী হিড়িম্বার নিকট গমন করেন। অবশেষে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সকল রহস্যের অবসান হয়। ঘটোৎকচ ভীমসেনকে পিতা বলে চিনতে পারে এবং স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে ভীমসেনের মিলন হয়।

ঘটোৎকচের দৈহিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তেমন ভাবে নাটকটিতে কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও ব্রাহ্মণ কেশব দাস ও তাঁর স্ত্রী পুত্রদের পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘটোৎকচের চারিত্রিক বিষয়ক অনেক তথ্যই গোচরে আসে। রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত হওয়ায় তার আকৃতির কিছু রুক্ষতা আছে। কেশব দাসের ভাষায় –

> "তরুণরবিকরপ্রকীর্ণকেশো
> ভ্রূকুটিপুটোজ্জ্বলপিঙ্গলায়তাক্ষঃ ।
> সতড়িদিব ঘনঃ সকণ্ঠসূত্র যুগনিধনে প্রতিমাকৃতির্হরস্য
> ।।"[1]

অর্থাৎ নবীন সূর্যের আলোর মত বিস্তৃত এর চুল, ভ্রূকুটির মাঝখানে উজ্জ্বল দুটি পিঙ্গল বর্ণের চোখ, গলায় এর উপবীত। দেখতে ঠিক বিদ্যুৎ পরিবৃত মেঘের মত। ব্রাহ্মণের প্রথম পুত্রের ভাষায় আবার –

"গ্রহযুগলনিভাক্ষঃ পীনবিস্তীর্ণবক্ষাঃ
কনককপিলকেশঃ পীতকৌশেয়বাসাঃ ।
তিমিরনিবহবর্ণঃ পাণ্ডরোদ্বৃত্তদংষ্ট্রো
নব এব জলগর্ভো লীয়মানেন্দুলেখঃ ।।" [2]

অর্থাৎ এক জোড়া গ্রহের মত দুটি চোখ, বক্ষ উন্নত এবং প্রশান্ত চুল সোনার মত পিঙ্গলবর্ণ, পীতবর্ণের সুক্ষ্ম যার বসন, গায়ের রঙ পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত, দাঁতগুলি শ্বেতশুভ্র ও উন্নত। মনে হচ্ছে যেন চাঁদে ঢাকা নবীন মেঘ।
রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত হওয়ায় তার আকৃতির কিছু রুক্ষতা আছে। মাথায় তার লম্বা চুল, চোখ দুটি পিঙ্গল বর্ণের, বক্ষ আয়ত এবং উন্নত, লাঙলের মত নাক, গায়ের রঙ কালো, পীত বর্ণের পরিধান।
যাইহোক্, ঘটোৎকচের দৈহিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সব মিলিয়ে কদাকার যমের মত রাক্ষসোচিত, ভয়ঙ্কর আকৃতি হলেও তা ছিল কেবলমাত্র বহির্ভাগ, মানবীয় মূল্যবোধের সচেতনতায় অন্তর ছিল তার পরিপূর্ণ। কন্ঠস্বরে সেই রাক্ষসোচিত, নৃশংসতা নেই। ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ঘটোৎকচের উক্তি-

"পত্ন্যা চারিত্রশালিন্যা দ্বিপুত্রো মোক্ষমিচ্ছসি।
বলাবলং পরিজ্ঞায় পুত্রমেকং বিসর্জয় ।। "[3]

অর্থাৎ 'সাধ্বী ভার্যা এবং দুইটি পুত্রকে নিয়ে নিজেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে গুণাগুণ বিচার করে একটি পুত্রকে সমর্পণ কর।' অথবা-

"যদ্যর্থিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুত্রমেকং ন মুঞ্চসি ।
সকুটুম্বঃ ক্ষণেনৈব বিনাশমুপযাস্যসি ।। "[4]

অর্থাৎ 'শোনো উত্তম ব্রাহ্মণ, আমার প্রার্থিত একটি পুত্রকে যদি না দাও তবে অচিরেই সপরিবারে বিনষ্ট হবে।' বক্তব্যগুলির অর্থ বেশ নৃশংস অথচ তার কন্ঠস্বরে সেই নৃশংসতার লেশমাত্র নেই ।
ঘটোৎকচ চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার অতুলনীয় মাতৃভক্তি। মায়ের আদেশের অমর্যাদা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের শত অনুনয় উপেক্ষা করেও মায়ের ভোজ্য হওয়ার জন্য একটি মাত্র মানুষের দাবীতে সে অবিচল। ভীমসেন ছেড়ে দিতে বললেও তার একই কথা -

"মুচ্যতামিতি বিস্রব্ধং ব্রবীতি যদি মে পিতা
ন মুচ্যতে তথা হ্যেষ গৃহীতো মাতুরাজ্ঞয়া ।"[5]

অর্থাৎ মায়ের আদেশ পালনের জন্য যাকে ধরেছি স্বয়ং পিতৃদেব আদেশ দিলেও তাকে ছাড়ব না। তার এরূপ মাতৃভক্তি ভীমসেনকেও মোহিত করেছে।
শুধু মাতৃভক্তিই নয় পিতৃভক্তিও তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। অজ্ঞাত পরিচয় পিতৃদেবের প্রতি ঘটোৎকচের গভীর শ্রদ্ধা। মাতৃপরিচয় প্রসঙ্গে গর্ব ভরে সে পিতৃপরিচয় উল্লেখ করেছে। নাটকের একেবারে শেষ লগ্নে দেখি মায়ের কাছে চাক্ষুষ পিতৃপরিচয় প্রাপ্তির পর কৃতকার্যের জন্যে ঘটোৎকচের অনুশোচনার অন্ত নেই। পিতার কাছে বিনম্র ভাষায় সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।
মন্ত্রশক্তি আয়ত্ত করার মত মেধা তার আছে। মায়ের কাছে এই বয়সেই সে মায়াপাশ রচনার মন্ত্রশিক্ষা অর্জন করেছে। ঘটোৎকচ যথার্থ ক্ষত্রিয় গুণে ভূষিত। বায়ু দেবতার পৌত্র এবং ভীমসেনের পুত্র বলে অহংকার তার বীরত্বেরই অনুরূপ। কারও আদেশে বা ঔদ্ধত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্রাহ্মণ কুমারকে সে ছেড়ে দেয়নি। এর পাশাপাশি ঘটোৎকচের মানবিকতাও লক্ষনীয়। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের পাত্র, একথা তার অজ্ঞাত নয়-

"জানামি সর্বত্র সদা চ নাম দ্বিজত্তোমা পূজ্যতমা পৃথিব্যাম্ ।"[6]

তাই আত্মকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি উপদ্রবে হৃদয় তার ভারাক্রান্ত। স্বভাবসিদ্ধ অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চায়-

"মর্ষয়তু ভবান্ মর্ষয়তু। অহং মে প্রকৃতি দোষঃ। "[7]

অর্থাৎ ক্ষমা করে দিন, এটা আমার স্বভাবের দোষ। ঘটোৎকচের আকৃতিতে রাক্ষসের সাদৃশ্য থাকলেও তার স্বভাবের মধ্যে কোথাও রাক্ষসোচিত বর্বরতা নেই। আছে ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব, দম্ভ এবং সাহসিকতা। চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন নিষ্পাপ, সরল, বিনয়, আর্যশিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্টাচারে নিপুণ, হৃদয়বান, নম্রতা, মিতভাষী ইত্যাদি গুণগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি ক্ষত্রিয়তেজ, কুমারোচিত, বীরত্বে বলীয়ান, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রকটিত হয়েছে। এ যেন দুই মেরুর এক সুন্দর তথা বিচিত্র মেলবন্ধন। বহির্দেশ বজ্রকঠিন অথচ অন্তরে কুসুম কোমল মানবিক গুণসম্পন্ন, এহেন কর্তব্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় অলংকারের মূর্তপ্রতীক ঘটোৎকচ চরিত্রটি সত্যই অনবদ্য ।
যাইহোক, শিশুচরিত্র ঘটোৎকচ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হল। এখন প্রশ্ন, উক্ত নাটকে এই শিশু চরিত্রের উপস্থিতির কারণ কি? নাটকে তার ভূমিকাই বা কি? এইসব শিশুসুলভ চরিত্র সৃষ্টি করা কি শুধুই পাঠকবর্গের মনভরানোর প্রয়াস মাত্র? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঘটোৎকচ চরিত্রটি অপ্রধান চরিত্র হলেও গুরুত্বের বিচারে সে কোন অংশে কম নয়। শুধু তাই নয়, উক্ত চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই নাট্য কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। নিম্নে শিশু চরিত্রটির গুরুত্ব বিষয়ক কিছু দিক তুলে ধরা হল --
প্রথমতঃ অরণ্য বাসের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে স্ত্রী হিড়িম্বার মিলন দেখানোই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যকে সার্থকমণ্ডিত করার জন্য নাট্যকার ঘটোৎকচকে মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এরপর নাটকীয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকার মিলন সাধিত হয়েছে এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ ভীমসেনের বাৎসল্য গুণটি দেখানোর প্রয়াস রূপে নাটকটিতে ঘটোৎকচ চরিত্রের অবতারণা। পুত্রের প্রতি পিতার কৌতুক অথচ অজ্ঞান বশতঃ পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বীরত্বের আস্ফালন – পিতা পুত্রের এই লুকোচুরি খেলায় পুত্রের বীরত্ব ও পিতার বাৎসল্যভাবের অপূর্ব সমন্বয় রচিত হয়েছে নাটকটিতে। এছাড়া পিতা পুত্রের পারস্পরিক বীরত্বব্যঞ্জক সংলাপ এবং সেই সংলাপের মধ্য দিয়ে যে বাৎসল্য রস পরিবেশন করা হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যিই বিরল।
তৃতীয়তঃ সর্বোপরি নাটকটির নামকরণে প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষে শিশু চরিত্রটির প্রভাব রয়েছে। কেননা 'ব্যায়োগ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংযোগ বা মিলন। কার মিলন? পত্নী হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমসেনের মিলন। আর এই

মিলন ব্যাপারটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচ্য চরিত্রটির মধ্যস্থতায়।

অতএব শিশু চরিত্রটির উপস্থিতি তার অভিনয়, সংলাপ শুধুই পাঠকবর্গের কিংবা দর্শকবৃন্দের নয়ন লোভের মনোহরণ কিংবা হৃদয়স্পর্শী চিত্র সৃষ্টির জন্য কিংবা নাটকীয় রসবোধ, অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, নাট্যকাহিনীর ধারাবাহিকতা, নাট্যকাহিনীকে চরম লক্ষ্যে তথা প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ও সর্বোপরি নাট্যকাহিনীকে সার্থকরূপ দেওয়ার নেপথ্যে এছাড়া নাটকীয় প্রেক্ষাপট ও তৎকালীন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে অন্যান্য প্রধান অপ্রধান চরিত্রের মতই শিশুচরিত্রটিও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র -

1. মধ্যমব্যায়োগম্, শ্লোক নং-১/৪
2. ঐ, শ্লোক নং-১/৫
3. ঐ, শ্লোক নং-১/১২
4. ঐ, শ্লোক নং-১/১৪
5. ঐ, শ্লোক নং-১/৩৬
6. ঐ, শ্লোক নং-১/৯
7. ঐ, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দশম খণ্ড), পৃষ্ঠা নং-১০৮
8. দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৯ (৩য় সংস্করণ)।
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ)।
10. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬ (১ম সংস্করণ)।
11. ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, সম্পাদক গঙ্গাসাগর রায়, বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৭ (১ম সংস্করণ)।
12. ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, সম্পাদক সি আর দেবধর, দিল্লী : মোতিলাল বেনারসি দাস, ১৯২৬ (১ম সংস্করণ)।
13. ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, সম্পাদক সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দশম খণ্ড), কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন, ১৯৮১ (প্রথম প্রকাশ)।
14. ভৌমিক, জাহ্নবি চরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (৩য় সংস্করণ)।
15. সরকার, দেবেন্দ্রনাথ, বাংলা নাটকে জনতা চরিত্র, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০ (১ম সংস্করণ)।
16. হক, আনসারুল,শিশুসাহিত্য সৃজন নির্মান তত্ত্বতালাশ, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশন, ২০১৪ (২য় প্রকাশ)।
17. Agarwall HR. A Short History of Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal 1963.
18. Bhas Urubhanga. Ed. Surendra Nath Deb, Sanskrit Sahitya Sambhar (9th part) Kolkata: Nabapatra Prakashan 1980. (1st ed.).
19. Dasgupta SN, Dey SK. A History of Sanskrit Literature (Classical Period). Kolkata: University of Calcutta 1975. (2nd ed.).
20. Jagirdar RV. Drama in Sanskrit Literature. Bombay: Popular Book Depot 1947. (1st ed.).
21. Keith AB. A History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1996.
22. Krishnamachariar M. History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1989.
23. Macdonell. Arthur Anthony. History of Classical Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal 1958.
24. Shastri, S. N. The Laws and Practice of Sanskrit Drama. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series 1961.